Q.1. হিউমের অধিবিদ্যা বর্জনের উপর একটি টীকা লেখ। 10 Marks
2015.

→ 'An Enquiry Concerning Human Understanding' গ্রন্থে হিউম যে দুই প্রকার দর্শনের (সহজবোধ্য দর্শন ও যুক্তিযুক্ত প্রগাঢ় দর্শনের) উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিমূর্ত চিন্তা সংক্রান্ত দর্শনকেই তিনি 'অধিবিদ্যা' বলেছেন। সাধারণভাবে হিউমকে অধিবিদ্যা বিরোধী রূপে গণ্য করা হয়। যারা হিউমকে 'অধিবিদ্যাবিরোধী' বলেন তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে 'Enquiry' গ্রন্থ থেকে হিউমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। হিউমের উক্তিটি হল - 'ধর্মতত্ত্ব অথবা ছাত্রপাঠ্য অধিবিদ্যা সংক্রান্ত কোনো বই নিয়ে যদি দেখ - বইটিতে যুক্তিসিদ্ধ বিমূর্ত পরিমাণ বা সংখ্যা সম্বন্ধে যেমন কিছু বলা হয় নি, তেমনি আবার অভিজ্ঞতাসিদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধেও যুক্তিপূর্ণভাবে কিছু বলা হয় নি, তাহলে বইটিকে আগুনে নিক্ষেপ কর, কেননা 'বইটিতে কুতর্ক এবং ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। হিউম আসলে দুপ্রকার অধিবিদ্যার উল্লেখ করেছেন — যথার্থ অধিবিদ্যা ও ভ্রান্ত অধিবিদ্যা। ভ্রান্ত অধিবিদ্যা নিন্দনীয় ও অসম্ভব হলেও যথার্থ অধিবিদ্যা, হিউমের মতে নিন্দনীয় নয়, অসম্ভব ও নয়, বরং তা বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিরূপে গণ্য হতে পারে।

হিউম বলেন যে, মানবমনের একটি প্রবণতা হল, অভিজ্ঞতার সীমারেখা অতিক্রম করে, বুদ্ধির অনধিগম্য অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে সেই বিমূর্ত জগৎ সম্পর্কে যুক্তিহীনভাবে কিছু বলা। এই প্রবণতার সঙ্গে স্বদেশীয় পক্ষপাতিত্ব ও কুসংস্কার যুক্ত হলে মানুষ এমন সব অভিমত পোষণ করে যা স্ববিরোধী এবং ফলত মিথ্যা। এভাবেই অযথার্থ অধিবিদ্যার উৎপত্তি হয়। এপ্রকার অযথার্থ অধিবিদ্যাকেই হিউম বর্জন করতে বলেছেন, কেননা তাতে কুতর্ক এবং ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। অযথার্থ অধিবিদ্যাকে বর্জনীয় বললেও হিউম সমগ্র অধিবিদ্যাকে বর্জনীয় বলেন নি। জ্ঞানের সীমানা লঙ্ঘন না করে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে যদি বিমূর্ত প্রত্যয়ের স্বরূপ অন্বেষণ করা হয় তাহলে যথার্থ অধিবিদ্যা যে সম্ভব হতে পারে - হিউম একথা স্বীকার করেন। 'এযাবৎ অধিবিদ্যা আমাদের কোন সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে সমর্থ হয়নি' - একথা মেনে নিয়েও হিউম বলেন যে, ঐ তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে না যে, অধিবিদ্যামাত্রই বর্জনীয়। অধিবিদ্যার ব্যর্থতার ইতিহাসে আমাদের হতাশ না হয়ে, যুক্তিসিদ্ধভাবে নতুন উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে আমাদের যথার্থ অধিবিদ্যক অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে - এটাই হল হিউমের নির্দেশ।

অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা প্রদর্শনের জন্য হিউম জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন - দূরের গ্রহ, তারা প্রভৃতি সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল ধরে সত্য-অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী যেসব জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, পরবর্তীকালে সেসবই মিথ্যারূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানী তবুও সেই ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, 'হতোদ্যম না হয়ে', অধিকতর উৎসাহ ও যত্নসহকারে সত্য অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন - এবং অবশেষে দূরের গ্রহ; তারার অবস্থান সম্পর্কে তাদের নির্দিষ্ট পথ-পরিভ্রমণ সম্পর্কে এবং সেই পরিভ্রমণের নিয়ম সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছেন। এইভাবে, অধিবিদের বিমূর্ত, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা এযাবৎ ব্যর্থ হলেও, অধিকতর সতর্কতাসহ অগ্রসর হলে, অদূর ভবিষ্যতে যে ঐ সব বিষয় সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে না, এমন অনুমান অসঙ্গত। হিউম বলেন - 'ব্যর্থতাই সফলতার সোপান' - এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অধিবিদ কখনোই ঐ সব বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত হবেন না। কাজেই, জ্ঞান-জগতের অগ্রগতির জন্য অধিবিদ্যাকে, বা অধিবিদ্যার আলোচনাকে নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজনীয় বলা সঙ্গত হবে না। তবে অধিবিদ্যা প্রয়োজনীয় হতে গেলে তাকে যুক্তিসিদ্ধ হতে হবে, অর্থাৎ যথার্থ অধিবিদ্যা (true metaphysics) হতে হবে।

Scanned with CamScanner

হিউম পরিশেষে যথার্থ অধিবিদ্যার দুটি মুখ্য কাজের উল্লেখ করেছেন- (১) অধিবিদ্যক আলোচনা জ্ঞানের সীমানা নির্দেশ পূর্বক অজ্ঞেয় সত্তার সম্পর্কে অভিনিবেশের যৌক্তিকতা দেখায়। (২) 'দুরূহ অযথার্থ' অধিবিদ্যার ভিত্তিকে বিনষ্ট করে। এজন্য দুর্বোধ্য সমস্যার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানগম্য সুবোধ্য বিষয়ের যুক্তিসম্মতভাবে আলোচনা করলে তবেই তা যথার্থ অধিবিদ্যক আলোচনারূপে গ্রহণযোগ্য হবে।

'Enquiry' র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম ভাগে হিউম সুগভীর দর্শনকে 'জনপ্রিয় দর্শন' বলেছেন। কেননা তা সাধারণ মানুষের কাছে সুখজনক ও উপযোগী, পক্ষান্তরে, গূঢ়ার্থদর্শন বা অধিবিদ্যাকে সাধারণ মানুষের কাছে আদরণীয় বলেন নি, কেননা তা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাবলীর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ রাখে না এবং যুক্তি-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিমূর্ত প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ করা হয় তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্যও হয় না। তবুও তিনি বলেন অধিবিদ্যার আলোচনার প্রয়োজন আছে, উপযোগিতা আছে - এবং এর সমর্থনে তিনি 'Enquiry' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (পাঁচভাগে) কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন —

প্রথমত:, নিছক ও বিমূর্ত দর্শনের অর্থাৎ অধিবিদ্যার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দিকটি হল- সরল ও সংবেদনশীল দর্শন মানুষ অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। অধিবিদ্যার উপর নির্ভর না করে সরলদর্শন কখনই মানুষের মধ্যে রসবোধ জাগ্রত করতে পারে না এবং যুক্তিযুক্তরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিবিদ্যা আমাদের অনুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে - একনিষ্ঠভাবে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, এ প্রকার সুগভীর চিন্তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জনের জন্য, একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন - সাহিত্যিককে সার্থক চরিত্র - চিত্রণ করতে হলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের অন্তরতম মনোভাব সম্পর্কে, তার হাসি - কান্নার মর্মমূল সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। মানুষের সুখ - দুঃখ, আশা - নিরাশা প্রভৃতি মর্মমূল সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান থাকে বলেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক এমন নিপুণভাবে চরিত্র - চিত্রণ করেন যা আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে আলোড়িত করে।

দ্বিতীয়ত:- প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের জীবনে সরল দর্শনের প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষ, অধিবিদ্যার প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষ নয়। তবে হিউম বলেন যে, অধিবিদ্যার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তার পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, রাজনৈতিক, এমনকি সামরিক চেতনাও অধিবিদ্যার সূক্ষ্ম - যুক্তি প্রক্রিয়ার সমস্ত সমাজকে প্রভাবিত করে, অধিবিদ্যার উন্নত বুদ্ধি - বিচার বিশ্লেষণ - পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে রাজনীতিবিদ (politician) উপলব্ধি করতে পারেন - কীভাবে শক্তির বণ্টন করা গেলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে।

তৃতীয়ত:- পরিশেষে, হিউম বলেছেন, অধিবিদ্যার ব্যবহারিক মূল্য যদি কিছুমাত্র থাকে, তবুও তাকে মূল্যহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয় বলা যাবে না, অধিবিদ্যা যদি সকলরকম স্বার্থচিন্তা অপসারিত করে কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যই জ্ঞানের অন্বেষণ করেন তাহলে সেই জ্ঞানই হবে প্রকৃত জ্ঞান। লাভ - অলাভের চিন্তা ত্যাগ করে কেবলই জ্ঞানান্বেষণের যে সুখ ও আনন্দ তা অনুপম লভ্য জ্ঞান সুখ ও আনন্দের আদর্শ (পরাকাষ্ঠা)। এমন সুখে স্বার্থচিন্তার মালিন্য থাকে না এবং, ফলত: এমন সুখের পরিণাম কখনো অশুভ হতে পারে না। হিউম বলেন, জীবনের মধুরতম এবং নির্দোষতম পথ হল জ্ঞান - বিজ্ঞানের পথ, সেই পথের কোন যাত্রী যদি পথের কোন বাধাকে অপসারিত করে তাহলে সেই জ্ঞানপিপাসুকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সার্থকরূপে গণ্য করতে হবে।

Nimai Hazari, Assistant Prof.
Dept. of Philosophy, Raja N.L. Khan Women's College

Scanned with CamScanner